8 JAN 2017

নবীনগরে বিনামূল্যের বই বিতরণেও চাঁদাবাজি

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় ১১০টি কিন্ডারগার্টেনে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যের বই বিতরণ কল্পে চাঁদা নেয়ার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি বই বিতরণ করে প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন থেকে ৫০০ টাকা করে চাঁদা নেন বলে অভিযোগ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ২১টি ইউনিয়নে ১১০টি তালিকাভুক্ত কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এসব কিন্ডারগার্টেনে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যের সরকারি বই ২৯ ডিসেম্বর কনিকারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিতরণ করা হয়। এতে উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান, আলমগীর মোল্লা এবং কাইয়ুম ভূঁইয়া এসব বই বিতরণ করেন। এ সময় নবীনগর উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এরশাদুর রহমান অনলাইন খরচ বাবদ ২০০ ও শ্রমিক বাবদ ৩০০, মোট ৫০০ টাকা করে চাঁদার টাকা প্রত্যেক কিন্ডারগার্টেন থেকে আদায় করেন। চাঁদাবাজির ওই টাকা তিন সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি ভাগাভাগি করে নেন বলে জানা গেছে।

সলিমগঞ্জ দিগন্ত কিন্ডারগার্টেনের অফিস সহকারী রবিউল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, টাকা ছাড়া কোনো বই দিবে না বললে ৫০০ টাকা দিয়েই বই নিয়ে আসছি। আমাদের স্যারেরা বলেছেন কিছু খরচ আছে, সেজন্য টাকাটা দিতে হবে। চারগা মডেল কিন্ডারগার্টেনের অফিস সহকারী মাকসুদুল আলম বলেন, বই আনতে গেলে স্যারেরা আমাদের সবাইকে বলেছেন, ২০১৭-১৮ সালের অনলাইন খরচ বাবদ ২০০ এবং লেবার বাবদ ৩০০ মোট ৫০০ করে টাকা দিতে হবে। এ টাকা না দিলে কেউ বই পাবে না, তাই আমরা বাধ্য হয়েই ৫০০ করে টাকা দিয়ে বই আনতে হয়েছে।

নবীনগর উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এরশাদুর রহমান বলেন, মতিয়ার রহমান, আলমগীর মোল্লা ও কাইয়ুম ভূঁইয়া স্যারের নির্দেশে কিন্ডারগার্টেনের বই বিতরণের সময় সবার কাছ থেকে ৫০০ করে টাকা নেয়া হয়েছে। ওই টাকা আমি স্যারদের কাছে। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান বলেন, পরবর্তী বছরের বইয়ের চাহিদা দেয়ার জন্য অনলাইন খরচ বাবদ ২০০ ও বই পরিবহনের লেবার বাবদ ৩০০ করে টাকা নেয়া হয়েছে। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আলমগীর মোল্লা টাকা নেয়ার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান। সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা কাইয়ুম ভূঁইয়া বলেন, আমি ওই দিন বই বিতরণে ছিলাম না আর টাকা নেয়ার বিষয়ে কিছুই জানি না। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শরীফ রফিকুল ইসলামের মোবাইল ফোনে একাধিকবার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুব্রত কুমার বণিক বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই বিতরণে টাকা নেয়ার কোনো বিধান নেই। কেউ কোনো চাঁদা নিলে তদন্ত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।